সঞ্চারী

অসীমকুমার বসু

হারানো মোবাইলে রিং করাতে ও-পাশের গলাটা বলল, 'স্টোর করা ছবিগুলো নেট-এ দিয়ে দেব নাকি?' শুনেই একটা ধাক্কা খেল সুজয়। কথাগুলির মধ্যে একটা চাপা হাসি, কৌতুক, শ্লেষ এবং প্রচ্ছন্ন হুমকি যেন মিলেমিশে ছিল। সেইসঙ্গে অভ্যস্ত ক্রিমিনালদের ধাতব কণ্ঠের আভাস। গলা শুনে উঠতি যুবক বলেই মনে হল, যে কমপিউটারটাও ভালো বোঝে।

'কে আপনি? ফোন চুরি করে আবার শাসাচ্ছেন?' প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে বলল সুজয়।

'এই একদম চোটপাট নয়। শালা, মেয়েছেল নিয়ে ফূর্তি করে মোবাইলে ছুবি তুলে রেখেছ। আবার চোটপাট।' এবার স্পষ্টই ধমক ওপার থেকে।

'কী চাই তা পরে জানতে পারবে। এই ল্যান্ডলাইনেই ফোন করব রাত এগারোটার পরে। ফোনের সামনে বসে থেকো চাঁদু' বলেই ফোনটা অফ করে দিল লোকটা।

ফোনটা রেখে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো সুজয়। একটু বোধহয় ঘেমেই গিয়েছিল। হারানো মোবাইলটা খুঁজতে গিয়ে, এ কী বিপত্তি। যাক, এতে অন্তত একটা কাজ হয়েছে। লোকটা একটা ওয়ারনিং তো দিয়েছে! না হলে ও তো সরাসরি এ কাজটা করেও ফেলতে পারত। পরক্ষণেই মনে হল, আরে এটা তো পরিষ্কার ব্ল্যাকমেলের প্রস্তুতি। ও না জেনে শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকমেলের ফাঁদে পা দিল?।

এবার সত্যিই একটু নার্ভাস লাগল সুজয়ের, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল এখন রাত সাড়ে ন'টা। তার মানে লোকটার ফোন আসার আগে এখনও ঘন্টা দেড়েক সময় আছে। শ্রাবণীকে কি ওর মোবাইলে ধরবে? জানাবে সব কিছু?

সন্ধ্যেবেলা সেক্টর ফাইভ থেকে বেরিয়ে একবার সল্টলেকের সিটি সেন্টারে গিয়েছিল। কী একটা টিভি সিরিয়ালের স্যুটিং চলছিল বাইরে। বেশ ভিড় ছিল। কৌতূহলবশে ভিড় ঠেলে একবার উঁকি দিয়েছিল। বেরিয়েই দেখে পকেট থেকে মোবাইলটা হাওয়া। তখনই একবার ফের ভিড় ঠেলে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে কাকে ধরবে? কাউকে কিছু বলাও তো যায় না। সঙ্গে কোন বন্ধুবান্ধবও নেই। তবে একজনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তার মোবাইল থেকে নিজের নাম্বারে রিং করেছিল। যদি মোবাইলটা বেজে ওঠে। রিংটোনটা তো ওর চেনা। কিন্তু চোর অত বোকা নয়, এরই মধ্যে যে ফোনটা সুইচ অফ করে দিয়েছে।

এর পরে আর ঘুরতে ভালো লাগেনি। গাড়ি চালিয়ে সরাসরি নিজের ফ্ল্যাটে চলে এসেছে। ফিরে এসে নিজের ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করতেই এই বিপত্তি।

চোখে মুখে জল দিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে গ্লাসে এক পেগ হুইস্কি ঢেলে ফ্রিজ থেকে বরফ আর একটু জল মিশিয়ে বারান্দায় ডেক্‌চেয়ারে এসে বসল। আট তলার ওপরে দক্ষিণ খোলা ওর এক - কামরার ফ্ল্যাট। যাকে বলে 'ব্যাচেলরস্ ডেন'। ভাড়া একটু বেশি। তবে অফিস থেকে যা পায় তাতে পুষিয়ে যায়।

এখানে বসলে আশেপাশের বাড়িগুলোর মাথা টপকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আজ ধোঁয়াহীন পরিষ্কার আকাশ। দূরের বাড়িগুলোর জানালায় জানালায় আলো। একটু দূরে রাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ির যাওয়া আসা। বেশ ভালোই লাগে ওখান থেকে। কিন্তু আজকে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সুজয় যত ভাবছে, তত ওর শরীরে একটা শিরশিরানি ভাব টের পাচ্ছে। 'ওঃ শিট', নিজের ওপর বিরক্তিতেই মাথা ঝাঁকালো সুজয়। ওর মোবাইলে শ্রাবণীকে নিয়ে ওই ছবিগুলি শুধু নয়, রয়েছে অনেক বান্ধবীর নাম ও ফোন নম্বর। আছে কমপিউটর পাসওয়ার্ড, কয়েকটি ই-মেল এ্যাড্রেস, ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত কিছু তথ্য। 'ওঃ, মাই গড' আর ভাবতে পারছে না সুজয়। লোকটা যা নিয়ে ধমকি দিল সেটা তো একটা টিপ অফ দি আইসবার্গ। ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারে লোকটা।

ইস্ এখন মনে হচ্ছে মোবাইলে এসব না ভরলেই ভালো হত। কিন্তু তখন তো আর এই পরিস্থিতির কথা ভাবা যায়নি। আচ্ছা এমন কোন ব্যবস্থা যদি থাকতো যে রিমোট কন্ট্রোলে দূর থেকে মোবাইলের সমস্ত মেমরি ইরেস করে দেওয়া যেত। না সেরকম কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে বলে তো সে শোনেনি। হলে অবশ্য ভালো হত। এইসময় কাজে লেগে যেত।

সুজয় একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুঁই ছুঁই। কী করবে? শ্রাবণীকে মোবাইলে ফোন করে সমস্ত কিছু জানাবে? আফটার অল এই রিস্কের মধ্যে তো শ্রাবণীও পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু খবরটা শুনে কী রিএ্যাকশন হবে শ্রাবণীর? খুব কি নার্ভাস হয়ে যাবে শ্রাবণী? না বোধহয়। ও যতদূর চিনেছে শ্রাবণী যথেষ্ট স্মার্ট ও স্টেডি।

এইসমস্ত ভেবে একটু ইতস্তত করার পর শ্রাবণীকে মোবাইলে ধরলো সুজয়। সমস্ত শুনে শ্রবাণী বলল, 'ও মাইগড, ইট ইয গোয়িং টু বি আ কেস অফ ব্ল্যাকমেইল। উই উইল বি ইন স্যুপ সুজয়।'

'হুঁ, গম্ভীর গলায় বলল সুজয়। 'সে তো আমিও বুঝছি। কিন্তু কিছু একটা করতে তো হবে।'

ও প্রান্তে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল শ্রাবণী। তারপর বলল, 'তোমার ল্যান্ডলাইনে সি এল আই ফিট করা আছে?

—'হ্যাঁ আছে।'

—'গুড। আর টেপ আছে?'

—'না, টেপ নেই।'

—ঠিক আছে আমি একটা টেপ নিয়ে শিগগীরই পৌঁছচ্ছি। কিপ এলার্ট সুজয়। ডোন্ট গেট নার্ভাস। সব ঠিক হয়ে যাবে।

— কিন্তু শ্রাবণী লোকটা এগারোটা নাগাদ ফোন করবে বলেছে।

এখন দশটা পাঁচ।

—ডোন্ট ওরি। আমি তার মধ্যেই পৌঁছবো।

শ্রাবণীকে ফোনটা করে অনেকটা হাল্কা বোধ করল সুজয়। এ্যাটলিস্ট এখন পরিস্থিতিটা দুজনে মিলে সামলাবার চেষ্টা করতে

পারবে। শরীরের ভাষা ছাড়াও এই কুল টেম্পারমেন্টের জন্যও শ্রাবণীকে ওর এত ভালো লাগে।

শ্রাবণীর সঙ্গে ওর আলাপ বছর দেড়েক আগে। তখন ও সবে এই নতুন অফিসটায় জয়েন করেছে। ওর অফিসের একটা ব্লক পরে একটা আই টি কোম্পানিতে প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করত শ্রাবণী। সেটা অবশ্য পরে জনেছে।

আলাপটা হয়েছিল একটু অদ্ভুতভাবে। এখনও মনে আছে সুজয়ের। সেদিন দুপুর থেকেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। অফিস থেকে বেরোতে একটু দেরিই হয়েছিল সেদিন। আশে পাশের টেবিলের অনেকেই তখন চলে গেছে। কাজ সেরে সুজয় যখন বেরোল তখন রাত প্রায় ন'টা। অন্যদিন এই সময়েও রাস্তায় কিছু গাড়ি লোকজন চোখে পড়ে। কিন্তু সেদিন প্রবল বৃষ্টির পর সব কিছু ফাঁকা, চারদিক শুনশান। এখানে ওখানে জল জমে আছে।

জল বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল সুজয়। অফিস থেকে বেরিয়ে একটু আসবার পরেই দেখল একটি মেয়ে হাতে একপাটি জুতো নিয়ে তার স্ট্র্যাপটা ঠিক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিকমতো বাগে আনতে পারছে না। বোঝাই যাচ্ছে আজ কোন কারণে বাস মিস করেছে বা গাড়ি আসেনি। আর কাঁদা ঠেঙিয়ে যাওয়ার জন্য এই অবস্থা।

পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে সুজয় হাসিমুখে বলেছিল, ম্যাডাম আপনার জুতো হয়তো ঠিক করতে পারব না কিন্তু আপনি চাইলে আপনাকে লিফ্ট দিতে পারি। আজকে কিন্তু আর কোন গাড়ি নেই এদিকে।

সুজয়ের কথা শুনে চোখ দিয়ে সুজয়কে অল্পক্ষণ জরিপ করেছিল শ্রাবণী। আর সেই ফাঁকে সুজয় বলেছিল, ম্যাডাম আমার কোন মতবল নেই। আমাকে দেখে কি আপনার বদমাস গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে? বলে পাশের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। একটু ইতস্তত করে পাশে এসে বসেছিল শ্রাবণী।

হেসে বলেছিল, থ্যাঙ্কস। আমাকে বড়ো রাস্তায় নামিয়ে দিলেই হবে। ওখান থেকে নিশ্চয়ই বাস পেয়ে যাব।

সুজয় হেসে বলেছিল, ঠিক আছে। আমি যেদিকে যাচ্ছি আপনি যদি সেদিকেই থাকেন তাহলে তো কোন অসুবিধে নেই। আপনাকে বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দিতে পারবো।

কথায় কথায় জানা গেল শ্রাবণী গড়িয়াহাটের কাছে একটি হোস্টেলে থাকে। আর সুজয়ের ফ্ল্যাট তো বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। সেদিন শ্রাবণীর মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও হোস্টেল পর্যন্তই পৌঁছে দিয়েছিল সুজয়।

সেই সূত্রপাত। তারপর ফোনে কথাবার্তা। একসঙ্গে কফি খাওয়া। অফিসের পরে সিটি সেন্টারে বেড়াতে যাওয়া। সিনেমা দেখা। এরকমই টুকটাক। তারপর যেটা বাড়তে বাড়তে পার্কের 'তন্ত্র' বা হিন্দুস্তানের 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' ও পৌঁছে গিয়েছিল। তখনই বোঝা গিয়েছিল একজন আর একজনের শরীরকে চাইছে।

একদিন নাইটক্লাব থেকে সরাসরি নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল শ্রাবণীকে। শারীরিক সম্পর্কের সেই শুরু। তবে মোবাইলে যে ছবিগুলি আছে সেগুলি তোলা হয়েছিল ডায়মন্ডহারবারের যাওয়ার পথেই একটি রিসর্টে।

এক বন্ধুর কাছ থেকে খোঁজ পেয়েই রিসর্টটা বুক করেছিল সুজয়। আর এক উইকএন্ডে এসে দু'রাত তিনদিন উদ্দাম সময় কাটিয়েছিল শ্রাবণী ও সুজয়। শ্রাবণী হোস্টেলে বলে এসেছিল অফিসের কাজে দু'দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে। আর সুজয়ের তো কাউকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু নেই।

মোবাইলের ছবিগুলি সেইসময়ই মজা করে তোলা। কিন্তু আগে সেটা ভাবতে ভাবতে সুজয়ের হঠাৎই মনে হল কেবল কি মজা করেই তোলা হয়েছিল না কি তার ব্যাক অফ দি মাইন্ডে ছিল যে কোনদিন শ্রাবণী যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় তবে এটা দিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে? কে জানে? কিন্তু আজকে এটা মনে করে নিজের মনেই হাসি পেল সুজয়ের। আজ ঘুঁটি পাল্টে গেছে। ফোনের ও প্রান্ত থেকে অন্য একজন শাসাচ্ছে।

হাতের হুইস্কিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা পেগ নিয়ে বসবে কী না ভাবতে ভাবতেও গ্লাসটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রেখে সুজয় ঘরের ভিতর এল। রাতে তো খেতে হবে। তা ছাড়া শ্রাবণী আসছে। ফ্রিজ খুলে দেখল কিছু ব্রেড, বার্গার, ডিম, জ্যাম, ফ্রুট জুস ইত্যাদি আছে। কাজ চলে যাবে। না হলে সামনের কফি শপ থেকে কিছু আনিয়ে নেওয়া যাবে।

ঘরটাও অগোছালো হয়ে আছে। বিছানার চাদরটা বদলে ঘরটা একটু গুছিয়ে নিল সুজয়। একবার ঘড়ির দিকে দেখল, দশটা চল্লিশ। এখনও কিছুটা সময় আছে। সুজয় আবার বাইরে ডেক্‌চেয়ারে এসে বসল। দূরে রাস্তায় গাড়ির চলাচল একটু কমেছে। আশেপাশেত বাড়ির অনেক জানলার আলো এখন নেভানো।

আচ্ছা, শ্রাবণী টেপ রেকর্ডারের কথা বলল, নিশ্চয়ই ভয়েসটা রেকর্ড করার জন্য। সি এল আই - এ ওঠা নম্বর ও রেকর্ড করা কথাবার্তা পরে কোন ইনভেস্টিগেশন করা হবে নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। কিন্তু ইনভেস্টিগেশনের জন্য ওরা কি পুলিশকে জানাবে, না কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে? কারণ, এক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করাটা হবে খুব জরুরি।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনার মধ্যেই দরজার বেলটা বেজে উঠল। সুজয় উঠে দরজা খুলতেই দেখল শ্রাবণী। সাইড ব্যাগটা ছাড়াও হাতে প্লাস্টিক জড়ানো প্যাকেটটা দেখেই বুঝলো টেপ রেকর্ডার। সংযত থাকার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রাবণীকে একটু ডিসটার্ব লাগছে।

ঘরে ঢুকেই সোফায় গা এলিয়ে দিল শ্রাবণী। 'হোয়াই এ হেল সিচুয়েশন সুজয়।' একটু কাঁপা গলায় বলল শ্রাবণী। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বার করে গ্লাসে ঢেলে শ্রাবণীর দিকে এগিয়ে দিল সুজয়। শ্রাবণী এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে সামনের সেন্টার টেবিলে রাখলো।

শ্রাবণীকে আজ সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো দেখাচ্ছে—বড়ো কোমল, মায়াময়। নিজের মধ্যে এক অন্য আবেগ টের পেল সুজয়। শ্রাবণীর পাশে এসে বসে ওর একটা হাত হাতে তুলে নিল। শ্রাবণীও ঘামে ভেজা আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরলো ওর হাত। আজ এই স্পর্শ অন্য রকম। মমতা, উৎকণ্ঠা, নির্ভরতা— সবকিছু একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেন বয়ে যাচ্ছে অনন্ত সময়। দুজনে ঘড়ির দিকে চাইলো। ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘর ছুঁতে চলেছে। যে কোন মুহূর্তেই হয়তো ফোনটা বেজে উঠবে।